ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন ২০১০

অভিভাষণ

অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
উপাচার্য
ও
সিনেট চেয়ারম্যান

১৪ আষাঢ় ১৪১৭

২৮ জুন ২০১০

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম । শুভ অপরাহ্ন ।

দীর্ঘ বারো মাস পর আজ দ্বিতীয় বারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশনে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি । এজন্য বক্তব্যের শুরুতেই মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনের পৌনঃপুনিকতা বৃদ্ধি পাওয়া বাঞ্ছনীয় । বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সিনেটরদের এ জাতীয় সংযোগ ও মতবিনিময় যতো বৃদ্ধি পায় ততোই মঙ্গল । কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য ও দীর্ঘকালের আচরিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটানো এবার সম্ভব হয়নি । আপনাদের পরামর্শক্রমে ভবিষ্যতে হয়তো এ-সীমাবদ্ধতা আমরা অতিক্রম করতে পারবো ।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ

আপনাদের সামনে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এক বছরের অগ্রগতি ও সাফল্যের চালচিত্র উপস্থাপন করবো । আমার স্মরণে আছে, গত সিনেটের তিনটি অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে আপনারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শ, উপদেশ ও দিগনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন । আশা করি, দেশের সর্বপ্রাচীন, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান, যুগোপযোগী ও আধুনিক করতে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে ।

সুধীমন্ডলী

আমরা একটি নতুন যুগে প্রবেশ করেছি । এ-যুগ জীববিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির যুগ । এই নতুন পৃথিবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে । এজন্য প্রয়োজন নতুন শিক্ষাপরিকল্পনা, নতুন শিক্ষাদর্শন, নতুন শিক্ষানীতি ও নতুন পাঠক্রম । শিক্ষাদর্শনের মূলকথা : *All truth comes from reality.* বাস্তবতা থেকেই এ সত্য উৎসারিত হয় । সুতরাং শিক্ষাদর্শনের ভিত্তি হতে হবে সত্যকে উচ্চকিত করা । সত্যই সাহস, সত্যই বাস্তব এবং তা টিকে থাকে । সত্যের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না । প্রকৃতি ও মানব সমাজের সঞ্জীবনী শক্তির প্রমাণ এবং প্রতীকও হচ্ছে এই সত্য ও সুন্দর । সত্যই মানুষকে স্বাধীনচেতা, সাহসী, নির্ভয় ও নির্লোভ করে তোলে । সত্যের অন্বেষণ ও সত্যের উপাসনাই জ্ঞান অর্জনের প্রধান লক্ষ্য ।

শিক্ষা-পরিকল্পনা মূলত শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল জীবন গঠনের ক্রমধাপ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে । প্রকৃত অর্থে তা সুশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ গড়ার জন্য, যে-মানুষ অখ- ও অবিভাজ্য । কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে অনেক প্রকোষ্ঠ, স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য । একই সঙ্গে ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনকেও মানুষ ধারণ করে । এই মানবসত্তার এক দিকে রয়েছে জাতিক পরিচিতি; আর অন্য দিকটি হলো তার মানবিক সত্তা । জাতিক জীবনে মানুষের পরিচয় প্রকাশ পায় তার স্বদেশ ও স্বসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে । এ-পরিচয়ে আমরা বাঙালি ও বাংলাদেশের মানুষ । মানবিক সত্তা উচ্চকিত হয় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে । এশিয়া, ইয়োরোপ, আমেরিকা কিংবা আফ্রিকার মানুষে তখন আর কোনো ভেদ থাকে না । সকলেই বৃহৎ মানব-সভ্যতা ও মানব-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার । বস্তুত, মানুষের পরিচয় তার জৈবসত্তায় নয়, তার আত্মকর্তৃত্বে, তার স্বাধীনতায় ও সৃজনশীলতায় । আত্মজাগরিত, নিজস্ব শক্তিতে আস্থাশীল, স্বাধীন ও সৃজনক্ষম মানুষই কেবল বলতে পারে :

> “মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি
> নিত্যকালের আলো আমি,
> সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি ...”

শিক্ষা-পরিকল্পনায় ও শিক্ষার্থীদের মনোলোক গঠনে আমাদের অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে, যাতে তারা সর্বপ্রকার পরাধীনতামুক্ত, স্বকীয় সত্তায় উজ্জীবিত এবং জাতিক ও মানবিক দায়িত্ব পালনে প্রতিজ্ঞাদীপ্ত মানুষ হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে ।

শিক্ষাদর্শনের প্রতিফলন ঘটে পাঠক্রম বা পাঠ্যসূচিতে । আমরা যে-পাঠক্রম হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলাম এখন তা অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে । মানবিক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এ-পরিবর্তনের ছোঁয়া ততোটা দৃশ্যমান নয়, সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতেও পরম্পরা রক্ষার চেষ্টা লক্ষণীয় । কিন্তু বিজ্ঞান – বিশেষত জীববিজ্ঞান ও ভৌতবিজ্ঞানের বিষয়সমূহে নিয়তই নতুন প্রসঙ্গ, তত্ত্ব ও উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে । বুদ্ধিকে মোহমুক্ত, স্বচ্ছ ও বাস্তবানুগ করার জন্যই তো বিজ্ঞান-শিক্ষা । আমরা এখন এক কঠিন পরীক্ষার

সম্মুখীন। বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনের সবচেয়ে ভয়াবহ শিকার আমরাই; অথচ এ সমস্যা কোনোভাবেই আমাদের সৃষ্ট নয়। কথিত শিল্প-উন্নত দেশই এজন্য দায়ী। আমাদের দেশে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা সবচেয়ে কম, কিন্তু আমরা সিডর-আইলা-র মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার। এ-দুর্দৈব নানাভাবে আমাদেরকে বিপর্যস্ত করেছে ও করে চলেছে। এর ফলে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। বিপর্যস্ত এলাকার শিশু-কিশোররা পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। পরবর্তীতে তারাই কর্মশক্তি হারিয়ে আক্রান্ত হচ্ছে ডায়বেটিস, উচ্চ-রক্তচাপ, ক্যান্সারের মতো নানা অসংক্রামক ও অছোঁয়াচে রোগে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, প্রকৃতির বিপর্যয়ের ফলে আমাদের শতকরা ১৭ থেকে ৩০ ভাগ ভূমি ভবিষ্যতে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। অতীতে মারি ও মড়ককে এ-দেশের মানুষ সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছে। দারুণ বন্যার পরও তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, শুরু করেছে নতুন জীবন। বসন্ত, কলেরা, ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েডকে জয় করছে বিজ্ঞান। বিশ্বের জলবায়ুর বর্তমান-পরিস্থিতি শুধু বিজ্ঞানীদের জন্য নয়, গোটা মানব-সভ্যতার জন্য এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ। আমাদের বিজ্ঞানীদের সে-প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আমার বিশ্বাস – ভূতত্ত্ব; মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ; ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ; প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ; অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ; পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট-সহ জীববিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞানের সকল পাঠক্রমে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রসঙ্গ অন্তর্ভূত হওয়া প্রয়োজন।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ

আপনারা লক্ষ করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সর্বত্রই এক ধরনের অসহিষ্ণু পরিবেশ কিছুদিন থেকে মাথাচাড়া দেয়ার চেষ্টা করছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সক্রিয় প্রচেষ্টায় তা আমাদের শিক্ষাঙ্গনে ঘনীভূত ও বিস্তার লাভ করতে পারেনি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রূপান্তরের এই ক্রান্তিকালে স্বার্থান্বেষী মহলের যে-কোনো অপতৎপরতা সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। জাতিকে ইতিবাচক, তারুণ্য শক্তিকে স্বদেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপিত ও পুনর্জাত করার দায়িত্ব দেশের রাজনীতিবিদদের। শিক্ষকসমাজের দায়বদ্ধতাও কম নয়। দার্শনিক নিট্শে (Neitzsche)-র চিন্তার সঙ্গে একমত পোষণ করে বলা যায় : ... *education is often corrupted by educators– that we should seek the source of great knowledge, not the corrupted interpretations of it from lesser minds.* উক্তিটিকে স্থূলভাবে ব্যাখ্যা বা মূল্যায়নের অবকাশ নেই। আমি সর্বান্তঃকরণে মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের সাধক, জাতীয় ও মানবিক মূল্যবোধের ধারক। তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই চেতনা স্তরীভূত করার দায়িত্ব আমাদের উপরই অর্পিত। আমাদেরকেই বিশ্বের জ্ঞানভা-ার বিশেষত, শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের চিন্তার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করাতে হবে। একশো মহান মানব-মনীষার সঙ্গে যে ব্যক্তি পরিচিত হয়, সে কখনোই সীমাবদ্ধ, স্বার্থান্ধ ও বিশেষ উদ্দেশ্যচালিত হতে পারে না। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, স্পিনোজা, হিউম, টলস্টয়, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জগদীশচন্দ্র বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, জি সি দেব, কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ আবুল হোসেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এমন-কি এ-কালের আরজ আলী মাতুব্বর-এর রচনার সঙ্গে আমরা শিক্ষার্থীদের পরিচিত করাতে পারিনি। এসব মনীষীর রচনার কোনো বিষয় বা প্রসঙ্গ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় ও তাদের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ বা অবকাশ আমরা খুব কমই পাই। বিশ্বের একশোটি মহৎ গ্রন্থ মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে উপহার বা পুরস্কার হিসেবে তাদের হাতে তুলে দেয়ার কোনো সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে কিছু আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতো। এ-প্রসঙ্গে কার্লাইলের উক্তি– *The true university of these days is a collection of books* স্মরণীয়।

আমরা জানি ও মানি যে, জ্ঞানই সকল শক্তির উৎস। জ্ঞানের আলোই মানুষকে বিচক্ষণ ও উদার করে তোলে। জ্ঞানের সার হচ্ছে আত্মজ্ঞান ও আত্মসচেতনতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মজিজ্ঞাসা। পঞ্চতন্ত্রে আছে, মানুষের দৃষ্টিশক্তি তার বাহ্যিক চোখের উপর নির্ভর করে না; তা আত্মস্থ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। জ্ঞানসাধনা, জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার সংস্কৃতি আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, *A university should be a place of light, of liberty, and of learning.*

সুধীমন্ডলী

শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর দাবি কয়েক বছর ধরেই উচ্চারিত হয়ে আসছে। গত সিনেট অধিবেশনে সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ তা শুধু সমর্থনই করেননি, বাস্তবায়নের আহ্বানও জানিয়েছেন। Education International Policy-তেও এ-দাবির স্বীকৃতি রয়েছে। বলা হয়েছে, শিক্ষকগণকে মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় বেতন (...to live with dignity on the salary from their work) দিতে হবে। বর্তমান সরকারের wbe©vPbx Bm‡Znvi 2008-এ 'শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর বেতন কাঠামো ও স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন ও স্বতন্ত্র কর্মকমিশন গঠন'-এর অঙ্গীকার রয়েছে। ইতিমধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী এ-বিষয়ে আশাব্যঞ্জক বক্তব্য প্রদান করেছেন।

সম্মানিত সিcbU m`m¨eৃন্দ

অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটলেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয় না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের দৃষ্টিনন্দন রূপ শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি এবং আধুনিকতার সূচক নয়। তেলসমৃদ্ধ উপসাগরীয় দেশগুলি ছাড়াও এ-দেশের উচ্চশিক্ষার বর্তমান হালচাল পরখ করলেই তা বোঝা যায়। সৌধসৌকর্যের ঘূর্ণাবর্তে শিক্ষাকার্যক্রমের অগ্রযাত্রা অনেক ক্ষেত্রেই রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এককালের তপোবন-আশ্রয়ী ও গুরুমুখী বিদ্যাচর্চার রীতি অনেক আগেই শেষ হয়েছে। বাস্তবতা এই যে, বিলাসবহুল না হলেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ছাড়া আধুনিক শিক্ষাকার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা সম্ভব নয়। আমরা সাধ্যানুসারে আমাদের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছি। আমার বক্তৃতার পরবর্তী অংশে এ-বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রিয় সিনেট সদস্যবৃন্দ

গবেষণা ও উন্নয়ন সমার্থক। গবেষণার মাধ্যমেই মানুষ, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে যে-জ্ঞান আহরিত হয় তা প্রয়োগ করেই সাধিত হয় জাতীয় অগ্রগতি। উন্নত বিশ্বে দেশজ মোট উৎপাদনের (জিডিপি) অংশবিশেষ গবেষণায় ব্যয় করা হয়। সুইডেনে সে-ব্যয় শতকরা ৩.৭৩ ভাগ, ফিনল্যান্ডে ৩.৪৫ ভাগ, জাপান ও কোরিয়ায় যথাক্রমে ৩.৩৯ ও ৩.২৩ ভাগ। আমাদের দেশে এ-সংক্রান্ত বিশ্বস্ত উপাত্ত নেই। বহির্বিশ্বে গবেষণায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ রয়েছে। এ-দেশে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে উন্নয়নের ধারণা প্রবর্তিত হয়েছে অতিসম্প্রতি। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-কার্যক্রমে আমরা এই দুই পক্ষের উদ্দীপনা ও সহযোগিতা লাভ করবো। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, কারিগরি সহায়তা ও প্রতিপোষণ পেলে আমাদের গবেষকগণ যে জাতীয় উন্নয়নকে বেগবান করতে পারেন, তার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত আমাদের সোনালি আঁশ পাটের জন্মরহস্য উন্মোচন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে এ আবিষ্কার সম্পর্কে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :

> "যুগান্তকারী এই আবিষ্কার রোগবালাই দমন করে বৈরী আবহাওয়ায় পাটকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। একই সঙ্গে অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। লক্ষ লক্ষ কৃষকের মুখে হাসি ফোটাবে।"

বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম ও অধ্যাপক হাসিনা খান এবং তাঁদের সহযোগী বিজ্ঞানীগণ এই অসামান্য কৃতিত্বের দাবিদার। তাঁদের কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কৃতজ্ঞতাবদ্ধ করছে। আমি এ অধিবেশনে সিনেটের পক্ষ থেকে ¯chvÎv-র সকল অগ্রপথিককে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

সুধীমন্ডলী

গত ১২ ডিসেম্বর, ২০০৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সমাবর্তনে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ও সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক ইউয়ান টি লী ও বিশ্বখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবুল হুসসাম-কে সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স এবং প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ-কে সম্মানসূচক ডক্টর অব লিটারেচার ডিগ্রি প্রদান করা হয়। সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষকবৃন্দ, স্নাতকবৃন্দ-সহ সকলের উপস্থিতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও উৎসাহব্যঞ্জক।

এছাড়া ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বিশেষ সমাবর্তনে গণপ্রজাতন্ত্রী তুরস্কের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ড. আবদুল্লাহ গুল-কে ভূষিত করা হয় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিতে। ড. আবদুল্লাহ গুল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বহুবার তুরস্কের সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। বিভিন্ন মেয়াদে তিনি তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানী ও কৃতী ব্যক্তিদের সমাদর ও সম্মাননা জানাতে কখনো কার্পণ্য করেনি। এ-সমাবর্তনের মাধ্যমে আমরা আর একবার আমাদের সে-অঙ্গীকার পূরণের চেষ্টা করেছি।

সুধীবৃন্দ

এখন আমি আপনাদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের উন্নয়ন ও অন্যান্য অর্জনের সামগ্রিক খতিয়ান উপস্থাপন করছি। সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও আলোচ্য সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়ন কর্মকা- অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্প পেশ করা হয়েছে। এ শিক্ষাবর্ষে ৩১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার সংশোধিত XvKv wekwe`¨vj‡qi we‡kl Dbqb-2q chvq শীর্ষক প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২০০৯-১০ সনের সংশোধিত এডিপি-তে এ-প্রকল্পের জন্য ১৮ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এ টাকায় কার্জন হলের পূর্বপার্শ্বে রেলওয়ের জায়গায় ১ হাজার ছাত্রীর জন্য টুইন হল এবং প্রাধ্যক্ষের বাংলো ও আবাসিক শিক্ষকদের ২০ ফ্ল্যাটবিশিষ্ট ১১-তলা আবাসিক ভবন নির্মাণে ব্যয় করা হচ্ছে। ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগীয় ভবন (নতুন পদার্থবিজ্ঞান ভবন) কার্জন হল এলাকার ভবনসমূহের স্থাপত্যশৈলী অনুসারে আচ্ছাদিত করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত wekwe`¨vjqmg‡ni wk¶vi ¸YMZ gvb Ges AeKvVv‡gvMZ Dbqb সংশোধিত আমব্রেলা প্রকল্পের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অংশে সংশোধিত ২৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে ২০০৯-২০১০ সনের সংশোধিত এডিপি-তে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এ টাকায় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের ২-তলা, মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের ৬-তলা ভবনের ভিতসহ ২-তলা, ভূতত্ত্ব বিভাগ ভবনের ২য় তলা নির্মাণ এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগের জন্য সায়েন্স কমপ্লেক্স ভবনের সম্প্রসারণ (৬ষ্ঠ-তলা) এবং কাজী মোতাহার হোসেন ভবনের সম্প্রসারিত অংশের ২য় ও ৩য় তলা নির্মাণে ব্যয় করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে প্রণীত cvewjK wekwe`¨vjqmg‡ni ˆeÁvwbK hš¿cvwZ সংগ্রহ শীর্ষক Avg‡ejv প্রকল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অংশের ২৯ কোটি টাকার কর্মসূচির অধীনে ২০০৯-১০ সনের সংশোধিত এডিপি-তে বরাদ্দ পাওয়া গেছে ৪ কোটি টাকা – যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুষদগুলোর বিভাগ ও ইনস্টিটিউট এবং মেডিক্যাল সেন্টারের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহে ব্যয় করা হচ্ছে। এছাড়া ১২১ কোটি টাকা ব্যয়সংবলিত XvKv wekwe`¨vj‡qi we‡kl Dbqb-3q chvq শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ২০০৯-১০ সনের সংশোধিত এডিপি-তে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এ টাকা মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান ও সূর্যসেন হলের মধ্যবর্তী স্থানে ১ হাজার ছাত্রের জন্য ১১-তলা হল ভবন নির্মাণ, জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য ১২-তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ, মোকাররম হোসেন খোন্দকার বিজ্ঞানভবনে লিফ্‌ট স্থাপন, রোকেয়া হলের বর্ধিত ভবন-২এর ৩য় ও ৪র্থ তলার আংশিক নির্মাণ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য ৫০০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন এবং মেডিকেল সেন্টারের জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ে ব্যয় করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের AwZcivZb ¯vcbw` †givgZ I ms¯vi শীর্ষক প্রকল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অংশের ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার কর্মসূচির অধীনে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি-তে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে এ-পর্যন্ত ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাওয়া গেছে এবং অবশিষ্ট টাকা ৩০ জুন ২০১০এর মধ্যে পাওয়া যাবে। এ টাকা কারুকার্য অক্ষুণ্ন রেখে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সংস্কার, মেরামত, উন্নয়নসহ বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ, হল ফটক ও ল্যান্ডস্কেপিং-এর কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। ms‡kvaZ cvewjK wekwe`¨vjqmg‡ni Dbqb শীর্ষক আমব্রেলা প্রকল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অংশে জগন্নাথ হলের সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ভবনের জায়গায় ১ হাজার ছাত্রের বাস উপযোগী ভবন নির্মাণে ২৭ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২০০৯-১০ সনের সংশোধিত এডিপি-তে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট টাকা ৩০ জুন ২০১০-এর মধ্যে পাওয়া যাবে। এ-টাকায় জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে ১০-তলার ভিতসহ ৫-তলা হল নির্মাণ করা হচ্ছে। একশত বিশ কোটি টাকা ব্যয়সংবলিত XvKv wekwe`¨vj‡qi we‡kl Dbqb-4_ chvq শীর্ষক

প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের ৩য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ, তরুণ শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য আনোয়ার পাশা ভবনের পূর্বপার্শ্বে ১৩-তলা ভবন নির্মাণ, ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারীদের ২০-তলা ভিতসহ ১০-তলা ভবন নির্মাণ, ১ হাজার ছাত্রীর জন্য জহুরুল হক হল খেলার মাঠের পশ্চিম কোণে প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের বাসাসহ ১০-তলা ছাত্রী হল নির্মাণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হবে।

জুলাই ২০০৯-জুন ২০১১ মেয়াদে প্রায় ২৫ কোটি টাকার প্রস্তাবিত ব্যয়সংবলিত প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী অনুষদের জন্য একটি আলাদা ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে। জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১৩ মেয়াদে ২৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়সংবলিত *XvKv wekwe`¨vj‡qi wk¶K‡`i D"P k¶v‡_ we‡`‡k cwk¶Y* শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। বৈদেশিক সহায়তা লাভের জন্য ইতিমধ্যে এ প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইআরডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে।

সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে প্রকৌশল দপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে সেগুলো হলো : সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের জন্য 1250 KVA Sub-station equipments HT & LT cables ইত্যাদি সরবরাহ ও স্থাপন; তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলা নির্মাণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকায় ২৫টি গ্যারেজ নির্মাণ, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের ক্ষতিগ্রস্ত অংশের ছাত্রদের স্থানান্তরের জন্য সেমিপাকা টিনসেড নির্মাণ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন সংস্কার এবং শহীদ বরকত স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধ, শহীদ বুদ্ধিজীবী সমাধিসৌধ এবং শিল্পাচার্য সমাধিসৌধ নির্মাণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে – প্রভোস্ট কমপ্লেক্সের ৩টি ফ্লোর নির্মাণ, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের ক্ষতিগ্রস্ত অংশের সংস্কার ও মেরামত, এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত অর্থে গণিত ভবন নির্মাণ, প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলার উত্তর-পশ্চিম কোণে ওয়েব-সাইট ও ইন্টারনেট সাইবার সেন্টার স্থাপনের জন্য কক্ষ নির্মাণ, দক্ষিণ নীলক্ষেত এলাকায় ৪র্থ শ্রেণি টেকনিক্যাল এবং নন-টেকনিক্যাল কর্মচারীদের জন্য ২৪-ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ১টি ৬-তলা ভবন নির্মাণ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য ৫০০ কেভিএ জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন, এমবিএ ভবনে 1500 KVA Substation Equipment & 500 KVA Auto Diesel Generator স্থাপন, জিমনেসিয়ামের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ, Construction of pre-engineered Building for Gymnasium of University of Dhaka including detailed design, drawing, technical specification with cost of Turn-Key basis ইত্যাদি।

প্রক্রিয়াধীন উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশাল সায়েন্সেস ভবনের ৫ম তলা থেকে ১১-তলা পর্যন্ত নির্মাণ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ১০-তলা এমবিএ ভবনের পূর্বপার্শ্বে ১০-তলার বর্ধিতাংশ ভবন নির্মাণ এবং কলা ভবনের ৫ম তলার অবশিষ্টাংশ ও ৬ষ্ঠ তলার আংশিক নির্মাণ।

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে বাস্তবায়নাধীন ৭টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রয়েছে। এগুলির মধ্যে অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী পরিচালিত নেদারল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশনের আওতাধীন The Institute of Social Studies (ISS)-এর অর্থায়নে Institutionalizing the Department of Women's Studies of the University of Dhaka শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বরাদ্দ আছে ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা এবং মে ২০১০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি টাকা। অধ্যাপক ড. একেএম নূর-উন-নবী পরিচালিত UNFPA-র অর্থায়নে Strengthening the Department of Population Sciences at the University of Dhaka শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য এ অর্থ বছরে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে এবং মে, ২০১০ পর্যন্ত ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অধ্যাপক ড. হাসিনা খান পরিচালিত US Department of Agriculture (USDA)-এর অর্থায়নে Development of Jute EST cDNA Libraries and Identification of Genes of Economic Importance শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য এ অর্থ বছরে ৩৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে এবং মে, ২০১০ পর্যন্ত ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অধ্যাপক ড. জেবা ইসলাম সেরাজ পরিচালিত USDA-এর অর্থায়নে Automated Sequencing of Cloned Genes for Conferring Biotic and Abiotic Stress Tolerance and Marker Analysis for Related Quantitative Trait Loci শীর্ষক

কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে এবং মে, ২০১০ পর্যন্ত ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অধ্যাপক জেবা ইসলাম সেরাজ পরিচালিত USDA-এর অর্থায়নে Genes in the Major Salinity Tolerance Locus of the Traditional Rice Pokkali শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে এবং মে, ২০১০ পর্যন্ত ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অধ্যাপক রাখহরি সরকার পরিচালিত USDA-এর অর্থায়নে Improvement of Grain Legumes through Transformation শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে, যার মধ্যে মে, ২০১০ মাস পর্যন্ত ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অধ্যাপক ড. মোঃ ইমদাদুল হক পরিচালিত ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়সংবলিত Development of Stress Tolerant Peanut (Arachis hypogaea L) Breeding Lines using Modern Biotechnology শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। এর মধ্যে গত মে ২০১০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৭ লক্ষ টাকা ।

ভূতত্ত্ব বিভাগে সিডিএমপি-র অর্থায়নে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজি ল্যাব স্থাপন, Schlumberger অর্থায়নে একটি জিএনজি ল্যাব ও প্রিমিয়াম মিনারেলস্-এর অর্থায়নে পিউম চেম্বার স্থাপন করা হয়েছে।

নতুন প্রকল্পসমূহের মধ্যে ২০ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়সংবলিত অধ্যাপক ড. মোঃ মোজাম্মেল হক পরিচালিত Production of Bacillus Thuringiensis Biopesticides by Biotechnological Approach for the Control of Vegetable Pests in Bangladesh শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন পেয়েছে। দাতা সংস্থা USDA থেকে অর্থ ছাড় হলে ২০১০-১১ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হবে।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কেমিক্যালস, গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য গ্রন্থাগার, বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে মোট ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার সমপরিমাণ মার্কিন ডলার মূল্যের ইউনেস্কো কুপন ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া ৯ হাজার ১০০ মার্কিন ডলার সমমূল্যের মেয়াদোত্তীর্ণ কুপন নবায়ন করা হয়েছে। শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষার জন্য রাজস্ব বাজেটে we‡`‡k wek¶K-cwk¶‡Y mnvqZv LvZ থেকে ১৪ জন শিক্ষককে ৮ লক্ষ টাকা শিক্ষামঞ্জুরী দেয়া হয়েছে এবং সংশোধিত বাজেটে ৫ জন শিক্ষকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ডিকেট ২ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে।

ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দের লেখাপড়া ও গবেষণা সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অটোমেশন কাজে ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগার সফটওয়ার তৈরির কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ সফটওয়ারের সঙ্গে কম্পিট্যাবল ৫টি সার্ভারসহ মোট ২৫টি কম্পিউটার এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ক্রয় করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারে ক্যাটালগ ডাটা এন্ট্রি, ডাটা এডিট, বইয়ে বারকোড লেবেল লাগানো, ছাত্র-শিক্ষকদের ডিজিটাল বরোয়ার্স আইডি কার্ড প্রদানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৮ হাজার ১৬৭টি বইয়ের ক্যাটালগ ডাটা এন্ট্রি ও ১ লক্ষ ১২ হাজার ৫১১টি গ্রন্থের ক্যাটালগ ডাটা এডিট করা হয়েছে। এছাড়া এ অর্থবছরে ১৫ হাজার ৫৭০টি গ্রন্থের বারকোড লেবেল লাগানো হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৬৭টি গ্রন্থের বারকোড লেবেল লাগানো সম্পন্ন হয়েছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের সাইবার সেন্টারে ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। Bangladesh Academy of Sciences (BAS)-এর উদ্যোগেও INASP এবং PERI-এর মাধ্যমে ৪৬টি প্রকাশনা সংস্থার ২০ হাজারের অধিক জার্নাল অন লাইনে পাওয়া যাচ্ছে। BAS-কে ২০১০এর অন-লাইন জার্নালের চাঁদা বাবদ ২০ হাজার মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ টাকা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মনিবুর রহমান চৌধুরী ৩৬টি গ্রন্থ, ৮৫টি সাময়িকী; ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, ইলেকট্রোনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. জালালুর রহমান ৭০টি গ্রন্থ; লোকসাহিত্যাচার্য মনসুরউদ্দীন ৩৭৪টি এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ৩০০টি গ্রন্থ ও সাময়িকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দান করেছেন। এজন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বর্তমানে ৩১টি মেডিক্যাল কলেজ, ৯টি ডেন্টাল কলেজ, ৪টি নার্সিং কলেজ, ৪টি প্রকৌশল কলেজ, ৪টি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ৩২টি মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ মোট ৮৪টি

সরকারী ও বেসরকারী উপাদানকল্প কলেজ ও ইনস্টিটিউট রয়েছে। ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে নতুন ২টি মেডিক্যাল কলেজ ও ১টি ডেন্টাল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং ১টি ডেন্টাল কলেজের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ চাহিদা বিবেচনা করে AIF-এর আওতায় সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উচ্চগতি সম্পন্ন Optical Fiber ভিত্তিক Campus Backbone স্থাপন এবং ৩টি অঞ্চলে (প্রশাসনিক ভবন, মোকাররম হোসেন ভবন ও কার্জন হল এলাকা) Network Operation Center (NOC)/Point of Presence (PoP) স্থাপন এবং উক্ত PoP-সমূহ থেকে বিভিন্ন ভবনে Optical Fiber সংযোগ প্রদানের জন্য ২টি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই বাংলাদেশে প্রথম Online Tender (e-Tender) ব্যবস্থা চালু করেছে এবং এরই মধ্যে e-Tender-এর মাধ্যমে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ টেন্ডারের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ পদ্ধতিতে Tender Schedule বিক্রি ও জমা দেয়ার সকল প্রক্রিয়া দরদাতাগণ তাদের কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পাদন করতে পারবেন।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভাগগুলো ডিজিটাল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১১টি বিভাগ ও অনুষদের ডিন অফিস ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। অনুষদভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP)-এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গত এক বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৫৩ জন গবেষক পিএইচ-ডি এবং ৭৫ জন গবেষক এম ফিল ডিগ্রি লাভ করেছেন।

এ-শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো-র যৌথ উদ্যোগে ৭-৯ অক্টোবর, ২০০৯ *World Peace through Interreligious and Intercultural Dialogue* শীর্ষক তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মাননীয় চ্যান্সেলর মো. জিল্লুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়া, চীন, জার্মানি, ইতালি, নিউজিল্যান্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, সিঙ্গাপুর, সুইডেন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ ২০টি দেশের ধর্মীয় শাস্ত্রে প-িত ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ। বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ১৪-১৬ মার্চ ২০১০ *International Consultation on the Prospects for Dialogue and Religious Studies in South Asian Universities* শীর্ষক তিন দিনব্যাপী একটি সেমিনার সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এ-সেমিনারে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন, জাপান ও ভারতের ২০ জন খ্যাতিমান ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, একই বিভাগ ও কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে বিভাগীয় সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় *wekkwšÍ cwZôvq a‡gi fwgKv* শীর্ষক সেমিনার। এতে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লুইসভিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রিফাত হাসান।

পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের উদ্যোগে UNFPA-র সহযোগিতায় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ২৪-২৫ জুলাই, ২০০৯ *Population and Climate Change: The Linkage* শীর্ষক কর্মশালা এবং ২১ নভেম্বর, ২০০৯ *Internal Migration and its Socio-Economic and Politico-Cultural Implications for Bangladesh* শীর্ষক একটি গোলটেবিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের যৌথ উদ্যোগে UNFPA-এর সহযোগিতায় ১১-১৫ অক্টোবর, ২৫-২৯ অক্টোবর, ১৫-১৯ নভেম্বর ও ২০-২৪ ডিসেম্বর ২০০৯ Training Course on Capacity Building for Government Officials on Population, Reproductive Health, Reproductive Rights and Gender Issues শীর্ষক ৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ১০০ কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেন।

ওআইসি-র সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর একমেলেদ্দীন ইহসানোগলু ৫ নভেম্বর, ২০০৯ *OIC's Vision: Meeting the Challenges of the 21st Century* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। ১১ নভেম্বর, ২০০৯ জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল-এর এইচআইভি অ্যান্ড এইডস ইন এশিয়ার বিশেষ দূত

ড. নাফিস সাদিক *AIDS in Asia and Vulnerabilities of Youth in Bangladesh* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট মিজ জুডিথ এ ম্যাকহেল *Building Bridges Through Studies in the USA* শীর্ষক বক্তব্য প্রদান করেন।

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে গত মে মাসে *gwKb h³iv‡ó wkïKj¨vY* বিষয়ক এক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইনোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ক্যাথি জো ফারুক ও চাইল্ড অ্যাডভোকেসি স্টাডির অধ্যাপক ড. এন্‌জেলা স্কট বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও পরিচালক ড. মুহাম্মদ সামাদ ২০০৯ সালে (মে-আগস্ট) বিশ্বের সমাজকর্ম শিক্ষার সর্বোচ্চ সংস্থা *KvDwÝj Ab †mvk¨vj IqvK GW‡Kkb* (সিএসডব্লিউই) পরিচালিত ক্যাথেরিন ক্যানডাল ইন্টারন্যাশনাল ফেলো হিসেবে বাংলাদেশের *wekwe`¨vjqmg‡n mgvRKg wkÿv I wmGmWweøDB-i A¨wµwW‡Ukb AwfÁZv* শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন করেন। ইনস্টিটিউট Asian and Pacific Association for Social Work Education (APASWE) সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেছে। এ সংস্থা সমাজকর্ম শিক্ষার আধুনিকীকরণ, এ অঞ্চলের দেশসমূহের জন্য শিক্ষা পাঠক্রম দেশজকরণ ও সুষ্ঠু প্রয়োগের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান, পত্রিকা প্রকাশ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষাকার্যক্রম বিনিময় কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ-সংস্থার সদস্যপদ লাভ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিষয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সমাজকর্ম পেশায় নিয়োজিত সমাজকর্মে ডিগ্রি প্রাপ্তরা তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাবেন।

গত আগস্ট মাসে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের লুইসভিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রিফাত হাসানের নেতৃত্বে আগত ৪ সদস্যের এক মার্কিন প্রতিনিধি দলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যুক্তরাষ্ট্রের মোহাম্মদ আলী ইনস্টিটিউট ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস-এর পরিচালক ড. স্টেসি বেলি উপস্থাপন করেন *†gvnv¤§` Avjx Bbw÷wUDU I Gi fwgKv* বিষয়ক মূলবক্তব্য। বিভাগে মহামতি মোহাম্মদ আলী চেয়ার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই চেয়ারের অধীনে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচি এবং সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ-বছর এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত XIVth International Conference on Electrical Bioimpedance এবং 11th Conference on Biomedical Applications of EIT-এ *ev‡qv‡gwW‡Kj wdwR· A¨vÛ †UK‡bvjwR* বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক খোন্দকার সিদ্দিক-ই-রব্বানী বিভাগের নতুন উদ্ভাবন – *†dvKvmW Bw¤cW¨vÝ †g_W*-এর প্রায়োগিক গবেষণা বিষয়ে ৪টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ভারতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ড. এপিজে আবদুল কালামকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ২০ জুলাই, ২০০৯ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এ-উপলক্ষে তিনি *Capacity Building for National Development* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১৭ আগস্ট ২০০৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের কোরিয়ার সিউলে অনুষ্ঠিত The First President Forum on Climate Change and the Sustainable Growth in Asia and Africa শীর্ষক ফোরামে অংশগ্রহণ করেন। এ ফোরামের উদ্বোধন করেন জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন।
নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শাহেদ হাসান জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসরশিপ শেষ করে বিভাগে যোগদানের পর *Tsunami of Japan* শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ ও ইনস্টিটিউটের মোট ২৩৪ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে বিদেশে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপে যোগদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কলা অনুষদের ৩৬ জন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ৬৬ জন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ১৩ জন, বিজ্ঞান অনুষদের ২০ জন, জীববিজ্ঞান অনুষদের ২৩ জন, আইন অনুষদের ৯ জন, ফার্মেসী অনুষদের ৭ জন, আর্থ অ্যান্ড এনভায়রন্‌মেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ৮ জন, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ৮ জন, চারুকলা অনুষদের ৯ জন, ইনস্টিটিউটসমূহের ৩২ জন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন কর্মকর্তা।

উচ্চতর গবেষণাকর্মের সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ সালের শেষের দিকে গঠিত উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র মানববিদ্যার বিভিন্ন শাখায় নিয়মিত সেমিনার, বক্তৃতামালা, বিশেষ সেমিনার, বিশেষ বক্তৃতা, স্মারক বক্তৃতা, সম্মেলন, গবেষণা-পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স, ডিন'স লেকচার, *wbeÜgvjv*

প্রকাশ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। প্রয়াত মনীষীদের জীবনচরিত রচনার জন্য বাঙালি চরিতাবিধান প্রকল্প নামে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পও এ-কেন্দ্রের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। কেন্দ্রে নিয়মিত সেমিনার এবং বক্তৃতা ছাড়াও গত আগস্ট (২০০৯) মাসে *Globalization in the Medieval World of Islam : Some Interesting Epigraphic Evidence* শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক। একই মাসে *evsjv evbvb : bZb wPšÍvfvebv* শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতা করেন ভারতের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, অধ্যাপক পবিত্র সরকার এবং কেন্দ্রের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত মার্চ মাসে *Voicing the Subaltern : A Comparative Reading of the Selected Poems of Bharatidasan and Kazi Nazrul Islam* শীর্ষক বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন তামিল নাড়ুর মেনোনমেনিয়ান সুন্দরানা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. পি কে কল্যাণী।

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস (সেন্টার অব এক্সিলেন্স)-এর ৩য় পর্যায়ের কাজ JAICA-র বিশেষ উন্নয়ন তহবিল থেকে বরাদ্দকৃত অর্থে সম্পন্ন করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ৪টি নতুন গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি ক্রয় ও গবেষণাগারের সার্বিক সাজসজ্জা সম্পন্ন করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে : (a) Materials Science Research Laboratory; (b) Food Analysis & Research Laboratory; (c) Pilot Plant Research Laboratory; d) Drug Analysis & Research Laboratory. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, রসায়ন বিভাগ, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগ এবং ফার্মেসী অনুষদের সকল বিভাগের এমএস ও পিএইচ ডি ছাত্র/ছাত্রীরা নিয়মিত তাদের গবেষণার সম্পূরক বৈজ্ঞানিক পরিমাপে কেন্দ্রের যন্ত্রাদি ব্যবহার করছেন। কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গবেষকদেরকে প্রয়োজনীয় গবেষণাসেবা প্রদান করা হচ্ছে। কেন্দ্রের গবেষণাকর্মের মধ্যে DNA Sequencing-এর দ্বারা B-thalassemia রোগ সনাক্তকরণ উল্লেখযোগ্য। গত জুলাই মাস থেকে DNA Sequencing গবেষণাগারে মানব DNA Finger-printing সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেন্টারে প্রায় ১০ জন নতুন গবেষক ও রিসার্চ ফেলো নিয়োগের ফলে গবেষণার কাজে গতি এসেছে। সেন্টারের গবেষণাকর্ম আন্তর্জাতিক প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশনার গড় Impact Factor 3.875– যা সেন্টারের গবেষণার মান আন্তর্জাতিক সূচকের পরিচয় বহন করে।

অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন-এর তত্ত্বাবধানে Third World Academy of Science-এর আর্থিক সহায়তায় জেনারেল মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি রিসার্চ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বিবিধ সমস্যার সমাধানকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শদানের পাশাপাশি তাদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান দপ্তর থেকে গত এক বছরে ৫৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১ আগস্ট, ২০০৯ আত্মহত্যা প্রতিরোধমূলক সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মাদকাসক্ত ও এইচআইভি, এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্টল, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ জুলাই মাসে (২০০৯) দু-দিনব্যাপী বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয় *evsjv‡`‡ki gvbwmK mv¯¨mgm¨v I †mev* বিষয়ক ২৫টি গবেষণাপত্র। এগুলির মধ্যে ১০টির অধিক গবেষণাপত্র অংশগ্রহণকারী এবং বিচারকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে। *wcZv-gvZv I mšÍvb‡`i Ø›Ø : gvbwmK mv‡¯¨ Gi cfve, `v¤cZ¨ Rxe‡b Ø›Ø I gvbwmK mv¯¨*, কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিভাগ ৪টি কর্মশালার আয়োজন করে। সারা বছর বিভাগের এমএস ও এম ফিল শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দপ্তর ও বিভিন্ন হাসপাতালে বিনামূল্যে রোগীদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে।

শিক্ষানুরাগী দানশীল ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক তাঁদের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও নিজেদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মরণীয় করে রাখা এবং সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-উন্নয়ন ও গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা ও প্রেরণা দানের লক্ষ্যে গত এক বছরে ১৩টি নতুন ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলিসহ বর্তমানে মোট ট্রাস্ট ফান্ডের সংখ্যা ২৩৫টি। নতুন ট্রাস্ট ফান্ডগুলির মধ্যে রয়েছে – *Aa¨vcK wRqv nvq`vi m¥viK eiË Znwej* (৫ লক্ষ টাকা), *W. gwjnv LvZb m¥viK ewË Znwej* (৩ লক্ষ টাকা), *wcwÝcvj G †K kvgmj nK Uv÷ dvÛ* (৫ লক্ষ টাকা), *†eMg mvB`v AvdRvj †g‡gwiqvj A¨vIqvW* (৫ লক্ষ টাকা),

Aa¨vcK Ave`yj †gvKZw`i m¥viK ewË Znwej (১০ লক্ষ টাকা), ˆmq` BgwZqvR Avn‡g` m¥viK ewË Znwej (৪ লক্ষ টাকা), জনাব biæj Avgxb m¥viK ewË Znwej (১ লক্ষ টাকা), W. dqR‡bQv †eMg Uv÷ dvÛ (২ লক্ষ টাকা), c‡dmi gng¥` Ave`yj nvB I c‡dmi gbRyi nvmvb ewË Znwej (২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা), W. gwjnv LvZyb-gnvg¥` biæj û`v Uv÷ dvÛ (৮ লক্ষ টাকা), Wv. M‡YkP›`ª ewm×gZx eoqv ¯§wZ mYc`K Znwej (২ লক্ষ টাকা), g‡bvqvi Avn‡g` ¯§wZ Uv÷ dvÛ (১ লক্ষ টাকা) এবং bxjdvi †eMg Uv÷ dvÛ (১ লক্ষ টাকা)।

ময়মনসিংহের কমিউনিটি হেলথ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এবং আমেরিকা প্রবাসী ফার্মেসী অনুষদের প্রাক্তন ছাত্র সৈয়দ মো. মোজাফফর এবং আর পিএইচ-এর অর্থায়নে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্পিল্ট টাইপ এসি স্হাপনের মাধ্যমে ফার্মেসী অনুষদের শ্রেণিকক্ষসমূহ আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের ভাল ফল অর্জনে উৎসাহিত করার জন্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শফির আর্থিক অনুদানে Av‡gbv jwZd Uv÷ dvÛ মেধাবৃত্তি প্রবর্তিত হয়েছে এবং গুরুতর অসুস্থ ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যার্থে বিভাগে একটি ছাত্রকল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে।

মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগে †Re‡bmv-AvjZvd †g‡gvwiqvj †Mvì †g‡Wj (২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা) প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া, AvdZve Rvnvb Uv÷ dvÛ-এর পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে মোট ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

জনগণের মধ্যে নৈতিক চেতনা ও অভ্যাস গড়ে তুলে দেশকে অপরাধ ও দুর্নীতিমুক্ত রাখার লক্ষ্যে সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ˆbwZK Dbqb †K›`ª প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং প্রতিমাসে প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা বিষয়ক সেমিনার আয়োজন এবং সেমিনারের প্রবন্ধাবলি সংকলন আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

বিগত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ক্রীড়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। আমাদের ব্যবস্থাপনায় জগন্নাথ হল ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দল ২টি স্বর্ণ ও ৩টি তাম্র পদক লাভ করেছে। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বাস্কেট বল এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দল তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় দাবা প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাবা দল হয়েছে রানার্স আপ এবং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্যারাম প্রতিযোগিতায় লাভ করেছে তৃতীয় স্থান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এ মাসে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে।

আলোচ্য শিক্ষাবর্ষে জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ-লক্ষ্যে মেডিকেল সেন্টারে এ বছর দন্ত বিভাগে ১টি পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে; ফিজিওথেরাপি ইউনিটে ফিজিওথেরাপির বেডসহ অন্যান্য সুবিধাসংবলিত ১টি ফিজিওথেরাপি ইউনিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পুরোনো ডায়াবেটিক রোগী সনাক্ত করার জন্য Clover AIC মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে অত্যাধুনিক হিটিং ওভেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত ১টি আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স আনা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে সেন্টারের জন্য আরো একটি নতুন অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় এবং একটি নতুন আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিনও স্থাপন করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়া ও ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ায় রাতের খাবার ও মধ্যাহ্ন ভোজ পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের অতিথি ভবন সংস্কার করে প্রতিটি কক্ষ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করে অতিথি ভবনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নতুনভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণ কাজ নিজস্ব প্রেসে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসকে আধুনিক অফসেট প্রেসে রূপান্তরের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৩টি দল গত এপ্রিল মাসে সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত NCPC-2010 প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৮৫টি প্রোগ্রামিং দলের মধ্যে যথাক্রমে ২য়, ৪র্থ এবং ১০ম স্থান অর্জন করেছে। গত আগস্ট মাসে বুলগেরিয়ায় অনুষ্ঠিত ২১তম আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিকস অলিম্পিয়াডে (আইওআই) প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এ বিভাগের ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ স্নাতক শ্রেণির ছাত্র আবিরুল ইসলাম রোপ্য পদক পেয়েছে। মোট ৮৩টি দেশের ৩১৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে আবিরুল সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ ৫২৮ নম্বর পেয়ে ৫৮তম স্থান অধিকার করেছে। গত ২৪ জুলাই ২০০৯-এ ঢাকার আহসানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে অনুষ্ঠিত NCPC-2010 প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিভাগের চারটি প্রোগ্রামিং দল, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৮০টি প্রোগ্রামিং দলের মধ্যে যথাক্রমে ২য়, ৪র্থ, ৫ম ও ১৩তম স্থান অর্জন করেছে। গত নভেম্বরে (২০০৯) ভারতের অমৃতপুরীতে অনুষ্ঠিত ACMICPC Regional Contest-2009-এ অংশগ্রহণ করে ৫৫টি দলের মধ্যে DU Dark Shadow প্রোগ্রামিং দল ৪র্থ স্থান অর্জন করেছে।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে সূর্যসেন হলের একজন আবাসিক শিক্ষক ও সাতজন ছাত্র শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সহায়তায় এবং হলের নিজস্ব তহবিল থেকে গত মার্চ মাসে হল কম্পাউন্ডে একটি ভাস্কর্য, ¯§wZi Rvbvjv 71 নির্মাণ করা হয়েছে। শামসুন নাহার হলের প্রবেশ ফটকের পাশে একাত্তরের হত্যাযজ্ঞের স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে দেশী ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে :

- Dhaka University Department of Soil, Water & Environment and University of Turin, Italy;
- University of Dhaka and Eastern University, Sri Lanka;
- Dhaka University Department of Mass Communication and Journalism and Transparency International, Bangladesh (TIB);
- University of Dhaka and British Institute of Technology and E-Commerce (BITE), UK;
- University of Dhaka and Jamila Millia Islamia, New Delhi;
- University of Dhaka and Rhine Waal University of Applied Sciences, Germany;
- University of Dhaka and Kanazawa University, Japan;
- University of Dhaka and Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR);
- Dhaka University Department of Geology and Comprehensive Disaster Mangement Programme, Government of Bangladesh;
- Dhaka University IER and Open University, UK.

গত ১-২ মে, ২০১০ স্পেনের ইনডিটেক্স কোম্পানির সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং ইনডিটেক্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)-এর মাঝে ত্রিপক্ষীয় অপর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দ্বিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে ইনডিটেক্স কোম্পানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে সহযোগিতা করবে ও স্প্যানিস ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র বিষয়ক নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনায় ইনস্টিটিউটকে শিক্ষক, রিসোর্স পার্সন ও উপকরণ দিয়ে সহায়তা করবে। ত্রিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে বিজিএমইএ-কে সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে ইনডিটেক্স কোম্পানি ঢাকায় একটি হাইটেক ল্যাবরেটরি স্থাপন করবে। তা পরিচালনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ও ফলিত রসায়নসহ বিভিন্ন বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ দেয়া হবে । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনোনীত শিক্ষার্থীদের স্পেনে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দেয়ার বিষয়টিও চুক্তিতে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়া গত মার্চ মাসে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং হাজী আওলাদ হোসেন ফাউন্ডেশনের মধ্যে বিভাগের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ স্মারক অনুসারে ফাউন্ডেশন প্রতি বছর বিভাগের বিভিন্নবর্ষে অধ্যয়নরত ২০ জন মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীকে এককালীন ৬ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করবে। চুক্তিটি প্রাথমিকভাবে ৫ বছরের

জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছে। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো. ইমদাদুল হক-এর উদ্যোগে University of Malaysia Kelantan (UMK)-এর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও ছাত্র-শিক্ষক বিনিময় শীর্ষক সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত হয়েছে।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এ-বছর First International Conference on *Child Friendly Inclusive Education*-এর আয়োজন করে। এতে ২৯টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত দু-দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয় এবং সুপারিশসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র জনাব মুসা ইব্রাহীম এ বছর এভারেস্ট বিজয় করেছেন। আমি সিনেটের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গত জানুয়ারি মাসে *†iv‡Kqv †g‡gvwiqvj dvD‡Ûkb*-এর উদ্যোগে রোকেয়া হল মিলনায়তনে *†iv‡Kqv w`em 2008* ও ২০০৯ উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে *b`x I bvix* শীর্ষক ফাউন্ডেশন বক্তৃতা প্রদান করেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক লতিফা আকন্দ।

গত এক বছরে দেশী-বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ ও কূটনীতিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রো-উপাচার্যের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন– যুক্তরাজ্যের এস্টন ইউনিভার্সিটির এস্টন বিজনেস স্কুলের সিনিয়র লেকচারার ড. এস কুপার, ঢাকাস্থ কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (কইকা) ডেপুটি আবাসিক প্রতিনিধি কং মু হিয়ন, জাপানের রিক্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কাসাহারা কিয়োশির নেতৃত্বে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬-সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিনিধিদল, যুক্তরাষ্ট্রের লুইসভিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রিফাত হাসান ও অধ্যাপক ড. জন ম্যাকলিওড, ক্যানটাকি কোর্ট অব আপিলের অ্যাটর্নি ড. মেরি হোরা, যুক্তরাষ্ট্রস্থ মোহাম্মদ আলী ইনস্টিটিউট ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস-এর পরিচালক ড. স্টেসি বেইলি, কুয়েত সরকারের কুয়েত ওয়াক্ফ পাবলিক ফাউন্ডেশন-এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ আল-জালাহ্মা, দিল্লিস্থ কলোম্বিয়ার রাষ্ট্রদূত জুয়ান আলফ্রেদো পিনতু সাভেদ্রা, ঢাকাস্থ স্পেনের রাষ্ট্রদূত আরতুরো পেরেজ মার্তিনেজ, জাপানের রিক্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন প্রতিনিধি– অধ্যাপক ইওসো ওকাহারা, ড. কেনসুকে ওকামোতো ও ড. মিকি এনোকি, স্যুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন-এর দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির সমন্বয়ক কার্ল-ফ্রেডরিখ গ্লোমটিজা ভারতের শিক্ষা ও অনুসন্ধান ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম পি জেইন, দক্ষিণ কোরিয়ার সিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ বিভাগের অধ্যাপক ড. ইউং সু-লী, ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর কিয়ান কাইফু, যুক্তরাষ্ট্রের ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ড. গ্যারি এস হাউক, হংকং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক রোল্যান্ড টি চিন, রাশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব টিচার্স অব রাশিয়ান ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার-এর পরিচালক মসকভকিন লিওনিদ, কেয়ার বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক সাউদার্ন, কানাডার জি-৩ সলিউশন-এর মেন্টরিং অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট উপদেষ্টা নরেশ সারদানা, সুইডেনের স্টকহোম ইউনিভার্সিটির পরিবেশ রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. একি বার্জম্যান এবং উপসালা ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. পিটার সানডিন, দি ওয়ার্ল্ড একাডেমি অব সায়েন্স-এর ফেলো অধ্যাপক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ।

যুক্তরাষ্ট্রের সাউদার্ন ইলিনয় ইউনিভার্সিটির স্কুল অব সোস্যাল ওয়ার্ক-এর পরিচালক ড. মিজানুর রহমান মিয়ার নেতৃত্বে কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ড. মাইকেল এ ওয়েস ও ড. ডেবরাহ আর জেকবসনসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রতিনিধি দল, আতাতুর্ক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. এম আরস-এর নেতৃত্বে তুরস্কের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬-সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিনিধি দল, অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ড. শরীফ আস-সাবের, বাংলাদেশস্থ সেন্টার ফর রিহেবিলিটেশন অব দি প্যারালাইজড (সিআরপি)-এর প্রতিষ্ঠাতা ভেলরি এ টেলরের নেতৃত্বে কানাডার কুইন্স ইউনিভার্সিটির ৩-সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল; জাপানের ইয়ামাগুচি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন কোর্সের প্রধান, আইন ও অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এরি হাবু এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি অনুষদের সহযোগী অধ্যাপক মিজুকি নাকামা; ইরানের তেহরানস্থ পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন-এর অ্যাসোসিয়েট ডিন ড. রেজা মৌসাজাদেহ ও তেহরানের আজাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান ড. এম এ সাঈদ; জার্মানির রাইন ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেরি লুইস ক্লুটজ্; নরওয়ের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-

অপারেশন ইন হায়ার এডুকেশন-এর সিনিয়র অ্যাডভাইজার জেল জি পিটারসন; জাপানের হুক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব ডেন্টাল মেডিসিনের ডিন ড. মাসামিতসু কাওয়ানামি-এর নেতৃত্বে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধি দল; ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার মান্যবর রাজিত মিত্তার; জার্মানির অ্যাপ্লাইড সাইন্সেস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. ইং ফেন আইসবার্গ; যুক্তরাষ্ট্রের ভেন্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটির ১৮-সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধিদল; জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ইয়ামাগাতা হিডিও এবং গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের সহযোগী অধ্যাপক সানাই ইতো; কানাডার সাসকাচেওয়ান ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. বনি জানজেন ও ড. পুনাম পাহওয়া; জাপানের গিফু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনাইটেড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব এগ্রিকালচারাল সাইন্স-এর অধ্যাপক ড. তহরু সুজুকির নেতৃত্বে একটি শিক্ষা প্রতিনিধিদল; থাইল্যান্ডের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-মহাসচিব ড. পিনিতি রতনানুকুল-এর নেতৃত্বে ৫-সদস্যের প্রতিনিধিদল; জাপানের রিক্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ান ইনস্টিটিউট ফর ইন্টিলেকচুয়াল কোলাবরেশন-এর পরিচালক ড. কিয়োশি কাসাহারার নেতৃত্বে ৩-সদস্যের প্রতিনিধিদল এবং ঢাকাস্থ কোরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির আবাসিক প্রতিনিধি লি জাং উক। মার্কিন রাষ্ট্রদূত মান্যবর জেমস মরিয়াটি, জার্মন রাষ্ট্রদূত মান্যবর হলগার মিখাইল ও জাপানের রাষ্ট্যদূত মান্যবর তামোচু সিনোচুকা।

গত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতামালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে অগ্রণী ব্যাংক ট্রাস্ট ফান্ডের এবং অগ্রণী ব্যাকের অর্থানুকূল্যে ২৮ মে ২০১০ তারিখে অনুষদের কনফারেন্স হলে *AMYx e¨vsK e³Zvgvjv 2010* অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতামালায় অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর ড. আতিউর রহমান, প্রাক্তন গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান।

গত ৮ জুন ২০১০-এ অনুষ্ঠিত হয় বিচারপতি ইব্রাহিম স্মারক বক্তৃতা। এ-অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম। অনুষ্ঠানে জ্যেষ্ঠ বিচারপতিগণ, আইজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটটের উদ্যোগে ১ জুন থেকে ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত SPSS & Applied Statistics 2009 শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইনস্টিটিউট কর্তৃক UNDP-এর অর্থায়নে পরিকল্পনা কমিশনের অধীনে Statistical Capacities and Analytical Processes Training for Regular MDG Monitoring/Reporting in the Government Institutions-এর আওতায় ১৪ জন ১ম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তাকে ২২ থেকে ২৭ মে, ২০১০ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১২০ জন ১ম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তাকে কমিশনের অধীনে Research Methodology with Application of SPSS শীর্ষক ৬টি ব্যাচে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে বিগত ৩ নভেম্বর, ২০০৯ *Different Atmospheric-Occanic Phenomena and Climate Change: Perspective Bangladesh* শীর্ষক সেমিনার এবং ২৭ থেকে ২৯ মার্চ, ২০১০ অনুষ্ঠিত হয় International Conference on Recent Advances in Physics 2010 শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ গত ফেব্রুয়ারি মাসে *evsjv‡`k-fviZ msjvc* আয়োজন করে। এতে ভারতের সাবেক হাইকমিশনার বীণা সিক্রি-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আর্থ অ্যান্ড এনভাইরনমেন্ট সায়েন্সেস অনুষদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ৯-১৫ জুলাই, ২০০৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে *Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction in South Asia* শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স।

ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৯টি শিক্ষা বোর্ডের ২০০৮ সনের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মোট ২ কোটি ৮১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন ফাউন্ডেশন স্কলারশিপের অধীনে ২৭টি বৃত্তি বাবদ মোট ১ কোটি ৮৯ ইয়েন, সুমিতমো কর্পোরেশন কর্তৃক ৫টি সেশনের ৮০টি বৃত্তি বাবদ ২০ হাজার মার্কিন ডলার এবং সেনাকল্যাণ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি 4 লক্ষ ৯৮ হাজার ৯৮০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

গত ৮ মার্চ, ২০১০ শামসুন নাহার হলের ২৮ জন ছাত্রীকে ফাতেমা ইকবাল ট্রাস্ট ফান্ডের বৃত্তি এবং ১১ এপ্রিল, ২০১০ শামসুন নাহার মাহমুদ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে একজন ছাত্রীকে স্বর্ণপদক ও চারজন ছাত্রীকে ৬ হাজার টাকা করে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

সম্মানিত সিনেট সদস্যবৃন্দ ও সুধীমণ্ডলী

শিক্ষাবিদদের বিবেচনায় উচ্চতর শিক্ষার লক্ষ্য তিনটি – শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ, শিক্ষা ও সৃজনশীলতা এবং শিক্ষা ও স্বাধীনতা। আমাদের সকল কার্যক্রমে এই ত্রয়ী লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তা না হলে বর্তমান যুগে যে-বাস্তবতার মধ্যে আমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছি তার কাছে মার খেতে হবে। এজন্য আমাদের একসঙ্গে ও একলক্ষ্যে কাজ করা উচিত। আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও মতান্তর প্রত্যাশিত নয়; আমরা রাজনীতি-সচেতন ও রাজনীতি-পরিচালিত হলেও রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে সম্ভাবনাময় তারুণ্য শক্তিকে যেন অবসিত না করি। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই ঐকমত্যের একান্ত প্রয়োজন।

দেশ ও জাতির মুক্তি ও পরিত্রাণের জন্য রবীন্দ্রনাথ মহামানবের আগমন প্রত্যাশা করেছেন। তিনি বলেছেন :

“ওই মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক,
এল মহাজন্মের লগ্ন,
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।”

একই অনুভূতি উত্তরকালে অভিব্যক্ত হয়েছে আইরিশ নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেটের মধ্যে। তিনি প্রতীক্ষা করেছেন ঈশ্বরের। কবিকল্পনা ও নাট্যকারের আবেগ আমাদের উদ্দীপিত করে ঠিকই, কিন্তু আমরা আমাদের চৈতন্যেই সুস্থির। আমাদের সুযোগ অধিকতর প্রশস্ত ও প্রসারিত। অমিত সম্ভাবনাদীপ্ত তরুণদের সঙ্গে আমাদের বসবাস। তরুণেরা এক-একটি স্ফুলিঙ্গ, প্রত্যেকে এক একটি বহ্নিশিখা। তাদের শক্তি, সাহস, সম্ভাবনা, প্রতিভা ও ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারলে তারাই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবে। সমাজ, দেশ ও জাতির সামনে যে-দুর্যোগই ঘনিয়ে আসুক না কেনো, তারাই সব অন্ধকারের উৎস থেকে আলো, বন্দিত্ব থেকে মুক্তি ও অপগতি থেকে প্রগতি বয়ে আনবে। আসুন, আমরা যে-সুযোগ লাভ করেছি, তার সদ্ব্যবহার করি; আমাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে বর্তমানকে কাজ লাগাই। মানবিক বিদ্যার সঙ্গে আমরা সমন্বয় করি বিজ্ঞানের, কবিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লেষ ঘটাই যুক্তিবাদী মানসিকতার, বিমূর্ত চেতনাকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দৃশ্যমান ও বাস্তব করে তুলি। আমি আবারও বলছি, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে আমাদের প্রয়োজন সংহতি, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা।

দায়িত্ব গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি এবং সেই সংকল্পে এখনো অবিচল রয়েছি।

সুধীবৃন্দ

এই সিনেট অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এবং আমার বক্তব্য ধৈর্যের সঙ্গে শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনাদের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিরজীবী হোক।